مِنْ كُلِّيَاتِ رَسَائِلِ النُّورِ

المُعْجِزَاتُ المُحَمَّدِيَّةُ

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মূল

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

বাংলা অনুবাদ

আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান　　**মামুন ইবনে ইসমাঈল**

সোজলার পাবলিকেশন লিঃ

SÖZLER PUBLICATION LTD

www.risaleinurbd.com

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মূল রচনা : বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
বাংলা অনুবাদ : আহমদ বদরুদ্দীন খান
মামুন ইবনে ইসমাঈল

مِنْ كُلِّيَّاتِ رَسَائِلِ النُّورِ
الْمُعْجِزَاتُ الْمُحَمَّدِيَّةُ
(صلى الله عليه وسلم)

اَلتَّأْلِيفُ : بَدِيعُ الزَّمَانِ سَعِيدُ النُّورْسِي
اَلتَّرْجَمَةُ إِلَى الْبَنْغَالِيَّةِ : أَحْمَدُ بَدْرُ الدِّينِ خَانْ
مَامُونْ بِنْ إِسْمَاعِيلْ

Mujiza-e-Muhammadia (sallallahu alaihi wa sallam)

Written by : Bediuzzaman Sayed Nursy
Translated in Bengali : Ahmed Badruddin Khan
Mamun Ibn Ismail

প্রকাশক

সোজলার পাবলিকেশন লিঃ
ŞOZLER PUBLICATION LTD
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলা বাজার-১১০০, ঢাকা, বাংলাদেশ
www.risaleinurbd.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৫
তৃতীয় (পরিমার্জিত) সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০২২

মূল্য : ৩২০ (তিনশত বিশ) টাকা।

মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও সীরাত সাহিত্যের অগ্রপথিক মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রাহ.)-এর

আন্তরিক দোয়া

আধুনিক তুরস্কের বিস্ময়কর প্রতিভা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রাহ.) রচিত রিসালায়ে-নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত 'মু'জিযায়ে-মুহাম্মদীয়া' কিতাবখানার বঙ্গানুবাদ পাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানকালের বিরল রচনা 'রিসালায়ে নূর' বিশ্বব্যাপী চিন্তার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা সম্যক উপলব্ধি করার সুযোগ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণের এখনও হয়ে উঠেনি। বিগত বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তুরস্কে ইসলামী খেলাফতের মর্মান্তিক বিলুপ্তি সমগ্র আলমে ইসলামীর সর্বত্রই ভয়াবহ এক অন্ধকার সৃষ্টি করে ফেলেছিল। তখন থেকে শুরু করে বিংশ শতকের শেষ অবধি তুরস্কের মুসলিম জনগণ একই সঙ্গে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। শুধু তারা নিজেরাই ইসলামের আলোক বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল তাই নয়, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ রপ্ত করার যে ভয়াবহ প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছিল তা একই সঙ্গে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্কে ভয়াবহ গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া গোমরাহীর অবসান ঘটিয়ে ইসলামী খেলাফতের এককালের পতাকাবাহী সেই তুরস্ক যেন নতুন আলোতে আলোকিত হতে শুরু করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত সেই তুরস্কেই জন্মগ্রহণ করলেন বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর ন্যায় অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর লিখিত 'রেসালায়ে নূর' শুধু তুরস্কে নয়, পার্শ্ববর্তী আরও অনেকগুলি দেশে নতুন আলোকধারা ছড়িয়ে দিয়েছে। সাঈদ নূরসীর কলমযুদ্ধের আলোকচ্ছটা এখন তুরস্ক এবং আলমে ইসলামের বহু দেশের মানুষের মধ্যে নতুন বোধ-বিশ্বাস ও উপলব্ধি সৃষ্টি করেছে। 'মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া' নামক পুস্তকখানি যুগের সেই মুজাদ্দেদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি।

'রিসালায়ে নূর' গ্রন্থাবলী মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশের পাঠকগণের জন্য মাসিক মদীনা পাবলিকেশান্স 'রিসালায়ে নূর' গ্রন্থাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করে চলেছে। দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক এই সাধনা কবুল করুন।

(মুহিউদ্দীন খান)
সম্পাদক : মাসিক মদীনা, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর	৯
মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া : উনিশতম জ্ঞাতব্য বিষয়	১২
মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	১৪
প্রথম আলঙ্কারিক ইশারা	১৫
দ্বিতীয় আলঙ্কারিক ইশারা	১৬
তৃতীয় আলঙ্কারিক ইশারা	১৯
চতুর্থ আলঙ্কারিক ইশারা	২২
প্রথম বুনিয়াদি কথা	২২
দ্বিতীয় বুনিয়াদি কথা	২৩
তৃতীয় বুনিয়াদি কথা	২৪
চতুর্থ বুনিয়াদি কথা	২৮
পঞ্চম বুনিয়াদি কথা	২৯
ষষ্ঠ বুনিয়াদি কথা	৩০
অনাগত ঘটনা সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের পঞ্চম আলঙ্কারিক ইশারা	৩৩
অনাগত ঘটনা সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের ষষ্ঠ আলঙ্কারিক ইশারা	৫১
স্বল্প খাবারে অধিক বরকত সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের সপ্তম আলঙ্কারিক ইশারা	৬৯
প্রথম দৃষ্টান্ত	৭১
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	৭২
তৃতীয় দৃষ্টান্ত	৭২
চতুর্থ দৃষ্টান্ত	৭৩
পঞ্চম দৃষ্টান্ত	৭৩
ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত	৭৪
সপ্তম দৃষ্টান্ত	৭৪
অষ্টম দৃষ্টান্ত	৭৫
নবম দৃষ্টান্ত	৭৬
দশম দৃষ্টান্ত	৭৭
এগারতম দৃষ্টান্ত	৭৭
বারোতম দৃষ্টান্ত	৭৮
তেরোতম দৃষ্টান্ত	৭৯
চৌদ্দতম দৃষ্টান্ত	৮০
পনেরতম দৃষ্টান্ত	৮০

ষোলতম দৃষ্টান্ত ৮১
গুরুত্বপূর্ণ কথা ৮৩
পানি সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের অষ্টম আলঙ্কারিক ইশারা ৮৫
প্রথম দৃষ্টান্ত ৮৬
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ৮৭
তৃতীয় দৃষ্টান্ত ৮৮
চতুর্থ দৃষ্টান্ত ৯০
পঞ্চম দৃষ্টান্ত ৯০
ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ৯১
সপ্তম দৃষ্টান্ত ৯২
অষ্টম দৃষ্টান্ত ৯৩
নবম দৃষ্টান্ত ৯৩
বৃক্ষলতা সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের নবম আলঙ্কারিক ইশারা ৯৬
প্রথম দৃষ্টান্ত ৯৬
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ৯৭
তৃতীয় দৃষ্টান্ত ৯৯
চতুর্থ দৃষ্টান্ত ১০০
পঞ্চম দৃষ্টান্ত ১০১
ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ১০১
সপ্তম দৃষ্টান্ত ১০১
অষ্টম দৃষ্টান্ত ১০২
খেজুর কাণ্ডের কান্না সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের দশম আলঙ্কারিক ইশারা ১০৪
গুরুত্বপূর্ণ কথা ১০৮
জড়-পদার্থ সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের এগারতম আলঙ্কারিক ইশারা ১১১
প্রথম দৃষ্টান্ত ১১১
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১১১
তৃতীয় দৃষ্টান্ত ১১২
চতুর্থ দৃষ্টান্ত ১১৩
পঞ্চম দৃষ্টান্ত ১১৪
ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ১১৫
সপ্তম দৃষ্টান্ত ১১৫
অষ্টম দৃষ্টান্ত ১১৬
শত্রুর মুখে মাটি নিক্ষেপ ও বিষপান সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের বারোতম আলঙ্কারিক ইশারা ১১৯
প্রথম দৃষ্টান্ত ১১৯

- দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১২০
- তৃতীয় দৃষ্টান্ত ১২১
- পবিত্র মুখের থুঁক ও লালা সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের তেরতম আলঙ্কারিক ইশারা ১২৪
- প্রথম দৃষ্টান্ত ১২৪
- দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১২৫
- তৃতীয় দৃষ্টান্ত ১২৫
- চতুর্থ দৃষ্টান্ত ১২৬
- পঞ্চম দৃষ্টান্ত ১২৮
- ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ১২৯
- সপ্তম দৃষ্টান্ত ১২৯
- অষ্টম দৃষ্টান্ত ১২৯
- তাৎক্ষণিক প্রার্থনা কবুল হওয়া সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের চৌদ্দতম আলঙ্কারিক ইশারা ১৩২
- প্রথম দৃষ্টান্ত ১৩২
- দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১৩৩
- তৃতীয় দৃষ্টান্ত ১৩৩
- চতুর্থ দৃষ্টান্ত ১৩৮
- পঞ্চম দৃষ্টান্ত ১৪০
- ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ১৪১
- সপ্তম দৃষ্টান্ত ১৪৩
- অষ্টম দৃষ্টান্ত ১৪৪
- নবম দৃষ্টান্ত ১৪৬
- জীবজন্তু ও মৃত সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের পনেরতম আলঙ্কারিক ইশারা ১৪৯
- প্রথম পর্ব ১৪৯
- প্রথম ঘটনা ১৪৯
- দ্বিতীয় ঘটনা ১৫০
- তৃতীয় ঘটনা ১৫১
- চতুর্থ ঘটনা ১৫৩
- পঞ্চম ঘটনা ১৫৩
- দ্বিতীয় পর্ব ১৫৫
- প্রথম ঘটনা ১৫৫
- দ্বিতীয় ঘটনা ১৫৫
- তৃতীয় ঘটনা ১৫৬
- চতুর্থ ঘটনা ১৫৭
- তৃতীয় পর্ব ১৬২

- প্রথম ঘটনা ১৬৩
- দ্বিতীয় ঘটনা ১৬৩
- তৃতীয় ঘটনা ১৬৬
- চতুর্থ ঘটনা ১৬৫
- পঞ্চম ঘটনা ১৬৬
- ষষ্ঠ ঘটনা ১৬৭
- নবুওয়াত-পূর্ব জীবনে ইরহাসাত সম্পর্কিত ষোলতম আলঙ্কারিক ইশারা ১৭০
- ইরহাসাত তিন প্রকার ১৭০
- ইরহাসাতের প্রথম প্রকার ১৭০
- ইরহাসাতের দ্বিতীয় প্রকার ১৮০
- ইরহাসাতের তৃতীয় প্রকার ১৮৫
- সারাংশ ১৮৯
- পবিত্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের সতেরতম আলঙ্কারিক ইশারা ১৯০
- কোরআনুল কারীম সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের আঠারোতম আলঙ্কারিক ইশারা ১৯৩
- পূর্বের আলোচনার সারকথা ১৯৬
- রেসালাতের দলীল সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহের উনিশতম আলঙ্কারিক ইশারা ২০৬
- প্রথম বুনিয়াদী কথা ২০৬
- দ্বিতীয় বুনিয়াদী কথা ২০৭
- তৃতীয় বুনিয়াদী কথা ২০৭
- চতুর্থ বুনিয়াদী কথা ২০৮
- পঞ্চম বুনিয়াদী কথা ২০৯
- ষষ্ঠ বুনিয়াদী কথা ২০৯
- সপ্তম বুনিয়াদী কথা ২০৯
- অষ্টম বুনিয়াদী কথা ২১০
- নবম বুনিয়াদী কথা ২১০
- দশম বুনিয়াদী কথা ২১০
- এগারতম বুনিয়াদী কথা ২১০
- বারোতম বুনিয়াদী কথা ২১০
- তেরোতম বুনিয়াদী কথা ২১১
- চৌদ্দতম বুনিয়াদী কথা ২১১
- পনেরতম বুনিয়াদী কথা ২১১
- আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ২১২
- মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্ট ২১৪
- প্রথম কৌটা ২১৪

দ্বিতীয় ফোঁটা	২১৫
তৃতীয় ফোঁটা	২১৫
চতুর্থ ফোঁটা	২১৬
পঞ্চম ফোঁটা	২১৬
ষষ্ঠ ফোঁটা	২১৭
সপ্তম ফোঁটা	২১৭
অষ্টম ফোঁটা	২১৭
নবম ফোঁটা	২১৮
দশম ফোঁটা	২১৮
এগারোতম ফোঁটা	২১৯
বারোতম ফোঁটা	২১৯
তেরোতম ফোঁটা	২২০
চৌদ্দতম ফোঁটা	২২২
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট : চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত মু'জিযা	২২৬
উনিশতম কালিমা ও একত্রিশতম কালিমার পরিশিষ্ট	২২৬
প্রথম পয়েন্ট	২২৬
দ্বিতীয় পয়েন্ট	২২৭
তৃতীয় পয়েন্ট	২২৭
চতুর্থ পয়েন্ট	২২৮
পঞ্চম পয়েন্ট	২২৮
সারকথা	২২৯
উপসংহার	২৩০
তৃতীয় পরিশিষ্ট : পবিত্র মে'রাজের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা	২৩১
অভিনব নিদর্শন	২৩৫
জগত-গৌরব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচিতি	২৩৫
প্রথম দলীল	২৩৫
দ্বিতীয় দলীল	২৩৬
তৃতীয় দলীল	২৩৬
চতুর্থ দলীল	২৩৮
পঞ্চম দলীল	২৩৮
ষষ্ঠ দলীল	২৩৯
সপ্তম দলীল	২৩৯
অষ্টম দলীল	২৩৯
নবম দলীল	২৪০

মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া
উনিশতম জ্ঞাতব্য বিষয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সত্যায়ন করে এমন তিন'শরও অধিক মু'জিযা এই গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাই এ গ্রন্থ স্বঘোষিতভাবে নিজেও ঐ মু'জিযারই একটি কারামত। ঐ মু'জিযা সমুহের একটি উপহার। ফলে এই রিসালা তথ্য গবেষণা-পত্র নিজেই একটি সুস্পষ্ট অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। কারণ, এতে তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক. এই গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার ছিল। উদ্ধৃতি ও উৎসমূল পুনঃনিরীক্ষণ করা ছাড়াই এ অনন্য-সাধারণ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র উপস্থিত স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এতে শতাধিক পুস্তিকার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে পাহাড়ের পাদদেশে, উপত্যকার অভ্যন্তরে ও বাগান-উদ্যানের ভিতরে। দৈনিক দুই-তিন ঘণ্টা করে প্রায় তিন-চার দিনের মধ্যে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ, বার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে।

দুই. এই গ্রন্থের অনুলিপিকারীগণ যখন এর অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন তখন তাদের কোন বিরক্তি বোধ হয়নি। এই গ্রন্থ দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও অনবরত পাঠ তথা অধ্যয়নে স্বাদ ও মিষ্টতায় ঘাটতি সৃষ্টি হয় না। তাই এতে করে অনুলিপিকারের অলসতা, হিম্মত ও অনুপ্রেরণাকে এই গ্রন্থ আরো বৃদ্ধি করেছে। অনুলিপিকারগণ প্রায় সত্তরটি অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন এই দুর্বোধ্য সময়ে- তাও আবার এক বছরের মধ্যে। যার দ্বারা আমাদের পরিচিতদের এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তৃপ্তি ও তুষ্টি দান করেছে যে, এই গ্রন্থ আসলেই ঐ মু'জিযাসমূহের একটি কারামত।

তিন. এ গ্রন্থের পঞ্চমাংশে "কোরআনুল কারীম" শব্দটি এবং পুরো গ্রন্থে "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বাক্যটি কোন কোন অনুলিপিকারের নিকট একই রকম হয়েছে। অথচ এই সাদৃশ্য সম্পর্কে তাঁদের পূর্বে কোন ধারণাও ছিল না, এবং শেষ আট অনুলিপিকারের নিকট তো এই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যতা পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া গেছে। অথচ তাদের একজনের সাথে আরেকজনের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি, এবং সামঞ্জস্যতা ও সঙ্গতি তাঁদের কাছে প্রকাশও হয়নি। অতএব যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ ইনসাফবোধ ও নীতিপরায়ণতা রয়েছে, সে কখনো এটিকে কাকতালীয় বলতে পারবে না। বরং এর সম্পর্কে জানে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই বলতে বাধ্য যে, এটি আসলেই গায়েব তথা অদৃশ্যের ভিন্ন এক রহস্য। অতএব, এই গ্রন্থ মুহাম্মদে-আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনন্য

মু'জিযাসমূহের একটি কারামত।

এই হল আলোচ্য অধ্যায়ের গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থান করার বড় একটি মৌলিক কারণ। এই অধ্যায়ে বর্ণিত রেওয়াতসমূহ হাদীস বিশ্লেষকদের নিকট সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, এর অধিকাংশ হাদীসই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত ও অকাট্য। দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যদি আমরা এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে যাই, তাহলে অনুরূপ আরেকটি অধ্যায় রচনা করার প্রয়োজন পড়বে। তাই আমরা এর প্রতি আগ্রহী ও উৎসুক ব্যক্তিদের নিকট বিনীত নিবেদন করব যে, তাঁরা যেন একবার হলেও অধ্যায়টি পড়ে দেখেন, যাতে করে উল্লেখিত ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিজেই অনুধাবন করতে পারেন।

সাঈদ নূরসী

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন :

সতর্ক বার্তা

আমি এই রিসালায় অনেক হাদীস উল্লেখ করেছি। অথচ রচনাকালে আমার নিকট কোন হাদীস সংকলনগ্রন্থ উপস্থিত ছিল না। সুতরাং, বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে তাহলে সেগুলোকে ঠিক করে নিবেন। অথবা (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى) অর্থাৎ, হাদীসের অর্থগত বর্ণনা হিসেবে ধরে নিবেন। কারণ, এ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য অভিমত হল, 'হাদীস শরীফের অর্থগত বর্ণনা জায়েয।' অর্থাৎ, বর্ণনাকারী হাদীসের অর্থ নিজের থেকে উল্লেখ করে বর্ণনা করেন। অতএব যদি এই গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া যায়, তাহলে 'অর্থগত বর্ণনা'র উপর উদ্ধৃত বলে ধরে নিবেন।

--সাঈদ নূরসী

মন্তব্য/টীকা

আমি পরবর্তি সময়ে এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের সাথে মূল ইবারতের মিল লক্ষ্য করেছি। যদিও কিছু কিছু স্থানে ভিন্নতা দেখা গেছে। তবে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ আল্লামা কাযী আয়ায প্রণীত (الشِّفَاءُ بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفٰى)'আশ্ শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা' নামক সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের সাথে মিল পাওয়া যায়। তাই হাদীসের ক্ষেত্রে আমার অনুদিত তাথ্যের পরিবর্তে কাযী আয়াযের তাথ্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং পার্থক্য করার জন্যে প্রথম বন্ধনীর মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছি। আর হাদীসসমূহের অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন করেছেন মুহাম্মদ ফালাহ্ আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ্। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এই মহৎ কর্মের উত্তম বিনিময় দান করুন। পার্শ্বটীকার প্রত্যেকটি হাদীসের অনুসন্ধানে অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই রীতি রিসালায়ে নূরের এই খণ্ড এবং অন্যান্য খণ্ডের ক্ষেত্রেও অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। (অনুবাদক)

মু'জিযায়ে মুহাম্মদীয়া
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٤٤)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (سُورَةُ الْفَتْحِ: ٢٨-٢٩)

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ- যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।" (সূরা আল-ফাত্হ : ২৮-২৯)

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সৃষ্টিজগতের মালিক ও প্রতিপালক সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম জ্ঞান অনুযায়ী। সবকিছুতে তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করেন স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী। সবকিছু পরিচালনা করেন দর্শন ও প্রত্যক্ষ

[রিসালায়ে মুহাম্মদিয়া সংশ্লিষ্ট উনিশতম ও একত্রিশতম কালিমা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য করে আমরা অকাট্য দলীল-প্রমাণ সাপেক্ষে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি সেই পুস্তিকার রেফারেন্সে ছেড়ে দিলাম। আর সেই আলোচনার উপসংহার ও পরিশিষ্ট হিসেবে আমরা 'উনিশটি তাৎপর্যময় আলঙ্কারিক ইশারা' তথা সংকেতের অধীনে ঐ বড় বড় বাস্তবতার এক ঝলক এখানে বর্ণনা করবো।]

প্রথম আলঙ্কারিক ইশারা

দর্শন দ্বারা। সবকিছু প্রতিপালন করেন স্বীয় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। তিনি সবকিছু তত্ত্বাবধান করেন হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে এবং কল্যাণকে সুস্পষ্টভাবে দেখানোর লক্ষ্যে। যার বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তু থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব স্রষ্টা সবকিছুই জানেন। তিনি যেহেতু জানেন তাই তিনি জানাবেন এবং ভাষায়ও ব্যক্ত করবেন। আর তিনি যেহেতু কথা বলবেন, তাই তাঁর কথা এমন কারো সাথে অবশ্যই হওয়া উচিৎ যিনি তাঁর কথা বুঝবেন এবং অনুভূতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও সুক্ষ্ম উপলব্ধির অধিকারী। শুধু তাই নয় বরং তাঁর কথা প্রজাতীর সাথে অর্থাৎ ঐ মানুষের সাথেই হবে, যারা সবচেয়ে অনুভূতিপ্রবণ ও সুক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। সর্ববিধ গুণের আঁধার। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলার কথা মানবজাতির কারো সাথে হবে। তাই তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে এমন একজনের সাথেই কথা বলবেন, যিনি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী এবং যাঁরা সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্য তাঁদের সবার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতম ও শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই কথা বলবেন, যাঁর সম্পর্কে শত্রু-মিত্র সবাই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তিনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলেছে সমগ্র বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা। অর্ধ-পৃথিবী যাঁর আধ্যাত্মিক পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে সুদীর্ঘ তেরো শতাব্দী-কাল ধরে। অনবরত যিনি নিজের নূর দ্বারা ভবিষ্যতকে আলোকিত করেছেন। যার উপর মুমিন-মুসলিম অবিরত সালাত ও সালাম প্রেরণ করছেন। সবাই তাঁর জন্যে রহমত ও সৌভাগ্যের এবং প্রশংসা ও ভালোবাসার দোয়া করছেন অবিরাম। যাঁর উসিলায় মুমিনগণ দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর সাথে নিজের কৃত অঙ্গিকার নবায়ন করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথেই কার্যতঃ কথা বলবেন এবং বলেছেন। তাঁকেই রাসূল বানাবেন এবং বানিয়েছেন। তাঁকেই অনুসরণীয় করবেন এবং করেছেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক বানাবেন এবং বানিয়েছেন।

দ্বিতীয় আলঙ্কারিক ইশারা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের দাবী করেছেন। এর উপর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। সেই সুদৃঢ়তম দলীল হল কোরআনুল করীম। প্রায় এক হাজার সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন। যেমনটি মুহাক্কিক তথা যুগশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক বিশ্লেষকগণ (০০১) জানেন। এই সকল মু'জিযা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। যেমন নবুওয়াতের দাবির সত্যতা সবার নিকট প্রমাণিত। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ্য যে, কোরআনুল হাকীমের বিভিন্ন স্থানে কট্টর কাফেরদের ভাষায় এই মু'জিযাকে (سِحْرٌ) তথা (যাদু) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল, কাফেরদের তো মু'জিযাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই এবং মু'জিযাকে তারা নিজেরাও প্রত্যাহার করতে পারবে না; তাই যাদু বলেছেন। তাই নিজেদেরকে ধোঁকায় এবং নিজেদের অনুসারীদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যে এই মু'জিযাকে যাদু বলে চালিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাসমূহ অকাট্য। শত শত তাওয়াতুরের দৃঢ়তার সমান। আর মু'জিযাসমূহ নিজে নিজেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের দাবীর স্বপক্ষে খালেকে কায়েনাত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যয়ন ও সমর্থনস্বরূপ। কথাটি সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

যদি তুমি কোন বাদশাহর সামনে অথবা তাঁর সভায় বসে তোমার আশপাশের সবাইকে বল, আমাকে তো বাদশাহ্ অমুক কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছেন। আর যখনই তাঁরা তোমার থেকে তোমার এই দাবির স্বপক্ষে দলীল তলব করল তখন বাদশাহ্ ইশারায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছি।' এটা কি তোমার জন্য সত্যায়নপত্র হবে না ? সুতরাং বাদশাহ্ যখন তোমার জন্যে স্বভাববিরুদ্ধ একটি ঘটনা ঘটাবেন, তোমার আশা-প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্যে নিজের সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলবেন তখন সেটা কি তোমার দাবির স্বপক্ষে আরো সুদৃঢ় সত্যায়নপত্র এবং 'হ্যাঁ' বলার চাইতে আরো সুসংহত হবে না?

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাবি করে বলবেন যে, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক খালেকে কায়েনাতের পক্ষ থেকে রাসূল মনোনিত হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আর আমার জন্য দলীল হল, আমি তাঁর নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করার কারণে তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিধি-বিধান পাল্টে ফেলেন। দেখ! আমার আঙ্গুলের দিকে, পৃথক পৃথক পাঁচটি ঝর্নাধারা থেকে যেভাবে

পানি প্রবাহিত হয় সেভাবে আমার আঙ্গুল থেকেও পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আর দেখো! ঐ সমুজ্জল চাঁদের দিকে, আমার আঙ্গুলের ইশারায় মহান স্রষ্টা আমার জন্যে ঐ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। অথবা দেখো! ঐ বৃক্ষের দিকে, কিভাবে ইশারা করামাত্র তা আমার নিকট চলে আসছে। আমাকে সত্যায়ন করতে এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে। কিংবা দেখো! এই খাবার পাত্রের দিকে, দুই-তিন জনের খাবারে কিভাবে দু'তিন'শ লোক পরিতৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের শত শত মু'জিযা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করেছেন।

জেনে রাখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য নবী হওয়ার দলীল-প্রমাণ তাঁর মু'জিযার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিশ্লেষকগণ মনে করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাল-চলন, কাজ-কর্ম, অবস্থা ও কুশলাদি, কথাবার্তা, স্বভাব-চরিত্র, ক্ষণ-মুহূর্ত, মেজায-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি সবকিছুই তাঁর একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা এবং সত্যতা ও প্রামাণ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। ফলে বনী ইসরাঈলের অনেক বিখ্যাত আলেমরা শুধু তাঁর প্রেমময় মায়াবী মুখখানা দেখেই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন, তৎকালীন মদীনার ইয়াহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.)। তিনি সেই পবিত্র চেহারা দেখার পর বলেছিলেন 'যখন আমি তাঁর পবিত্র মুখখানা প্রত্যক্ষ করেছি তখনই আমি নিশ্চিত বুঝে নিয়েছি যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারেনা। চেহারায় কোন ধোঁকাবাজি নেই। (০০২)

এছাড়া তত্ত্বজ্ঞানী উলামায়ে কেরাম তাঁর নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণাদি প্রায় হাজারটা উল্লেখ করেছেন এবং মু'জিযাও উল্লেখ করেছেন। কেউ হাজারটা দলীল উল্লেখ করেছেন। বরং কেউ কেউ তো লক্ষ লক্ষ দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন মত-পথের, বিভিন্ন চিন্তাধারার লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। আর কোরআনুল করীম স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের উপর দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছে। আর তাঁর মু'জিযার চল্লিশটি কারণ যেহেতু মানবজাতির মধ্যে নবুওয়াত সত্য প্রমাণিত করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ (০০৩) এসেছেন। অতঃপর তাঁরা নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন। এবং সেই সাথে নবুওয়াতের স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণস্বরূপ এবং সমর্থন ও সত্যায়ণস্বরূপ মু'জিযা উপস্থাপন করেছেন তাই এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত সবার চাইতে দৃঢ়তম ও জোরালো। কারণ, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নবুওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু তথা উম্মতের সাথে তাদের আচার-আচরণের ধরন, দলীল-প্রমাণাদি, বৈশিষ্ট্যাবলী, এবং সকল পরিবেশ-পরিস্থিতি- যা সকল রাসূলের রেসালাত ও নবুওয়াতের উপর প্রমাণ বহন করে যেমন হযরত মুসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুওয়াতের

প্রমাণ। আর এ সবকিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায় আরো পূর্ণাঙ্গরূপে, আরো অর্থবহ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু নবুওয়াতের দলীল ও কারণ তাঁর সত্তার মধ্যে পূর্ণাকারে বিদ্যমান তাই তাঁর নবুওয়াত লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে এবং নিঃসন্দেহে অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের চাইতে আরো সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত।

(০০১) দেখুন, ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বোখারী : ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) ৬/৫৮২-৫৮৩, শরহে সহীহ্ মুসলিম, ইমাম নববী : ১/২ -(অনুবাদক) (উল্লেখ্য যে, এখানে অনুবাদক দ্বারা আরবী অনুবাদক উদ্দেশ্য)

(০০২) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে বোখারী শরীফে। দেখুন মেশকাত : ৫৮৭০ নাম্বার হাদীস), আশ্-শিফা (১/২৪৭), ইমাম তিরমিযী ও আরো অনেক থেকে বর্ণিত।

(০০৩) হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু যর আল গিফারী (রা.) বলেন : "আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নবীদের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাদের মধ্যে রাসূল হলেন, তিন'শ পনেরো জন।" এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী ও ইমাম আহ্মদ বর্ণনা করেছেন। (সুনানে বায়হাকী : ১৭৭১১; মিশকাতুল মাসাবীহ্ : ৩-১২২) মুহদ্দিকগণ বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ্- দেখুন যাদুল মা'আদ, আরনাউতের তাহ্কীক : ১/৪৩-৪৪

তৃতীয় আলঙ্কারিক ইশারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক মু'জিযা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মু'জিযা রয়েছে। কারণ হল তাঁর রেসালাত সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য ব্যাপক ও উন্মুক্ত। তাই অধিকাংশ সৃষ্টিকুলের মধ্যেই তাঁর মু'জিযা রয়েছে- যা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

আমরা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করব। যেমন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কোন মাননীয় রাষ্ট্রদূত যদি এমন এক শহর পরিদর্শনের জন্য আসে, যে শহর বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষে লোকারণ্য। আর সেই মাননীয় রাষ্ট্রদূত তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনও সাথে করে নিয়ে এসেছেন। তাহলে সেসময় সেই শহরের প্রত্যেক শ্রেণী ও পেশার পক্ষ থেকে এক একটি প্রতিনিধি দল সেই রাষ্ট্রদূতকে নিজেদের দল ও গোত্রের নামে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে এবং প্রত্যেক প্রতিনিধি দলই নিজেদের ভাষায় তাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

এমনিভাবে অনন্ত অসীম বাদশাহর মহান দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পৃথিবীকে ধন্য করলেন, নিজের আগমনে এই ধরাকে আলোকিত করলেন, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমস্ত মানব জাতির নিকট প্রেরিত হলেন। তখন বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক উপহার-উপঢৌকন এবং সুস্পষ্ট সমুজ্জল বাস্তবতা সাথে নিয়ে এসেছেন- যা সমস্ত সৃষ্টিজগতের হাকীকত ও বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত তখন তাঁর শুভাগমনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রত্যেক শ্রেণী ও গোত্র এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতি তাঁর নিকট এসেছে। তারা সকলেই তাঁকে তাদের নিজ নিজ বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গিমায় অভিভাদন জানিয়েছে। তাঁর নবুওয়াতের সমর্থন ও সত্যায়ন হিসেবে এবং তাঁর নবুওয়াতের অভিভাদন জ্ঞাপন হিসেবে। তাঁর সামনে তারা নিজ নিজ শ্রেণী ও গোত্রের এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির মু'জিযা উপস্থাপন করেছে। পাথর, পানি, বৃক্ষ, পশু ও মানুষ থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত। যেন প্রতিটি সৃষ্টি ও প্রকৃতি নিজ নিজ অবস্থার ভাষায় লিসানে হালে বারবার বলেছে, 'স্বাগতম, সুস্বাগতম, আপনার আগমন আমাদের জন্য শুভ হোক।'

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত মু'জিযার আলোচনা করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং সেগুলোর ধরনও বিভিন্ন । মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ